প্রথম আলো

25 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... ৫

আবাসিক হল নির্মাণের দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গতকাল সকাল থেকে পল্টন মোড় ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। হলের দাবিতে স্লোগান দিচ্ছেন একজন শিক্ষার্থী। ছবিটি দুপুরে পল্টন মোড় এলাকা থেকে তোলা ● আবদুস সালাম

হলের দাবিতে ধর্মঘট, অবরোধ

রাজধানী প্রতিবেদক ●

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আবাসিক হল নির্মাণের দাবিতে গতকাল বুধবার শিক্ষার্থীরা চতুর্থ দিনের মতো ক্যাম্পাসে ধর্মঘট পালন করেন। এ ছাড়া পুরানা পল্টন মোড়ের ব্যস্ত সড়ক প্রায় চার ঘণ্টা অবোধ করে রাখেন তাঁরা। এতে ওই এলাকা ও আশপাশের সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রচণ্ড জনদুর্ভোগের সৃষ্টি হয়।

নাজিমউদ্দিন রোডের পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গায় চারটি এবং কেরানীগঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জায়গায় নতুন হল নির্মাণের দাবিতে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল সকাল নয়টায় শিক্ষার্থীরা ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে সমবেত হন। সেখান থেকে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে তাঁরা পল্টন অভিমুখে রওনা হন। এতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দলের নেতা-কর্মীরা যোগ দেন। শিক্ষার্থীরা সকাল ১০টার দিকে পুরানা পল্টন মোড়ে ১৫-২০টি টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

অবরোধ করেন। হলের দাবিতে তাঁরা বিভিন্ন স্লোগান দেন। এ সময় ওই সড়ক ও আশপাশের সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। গলিগুলোতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে গন্তব্যে রওনা হন পথচারীরা।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে পল্টন মোড় অবরোধ করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মাইকে স্লোগান দিতে গেলে অন্য শিক্ষার্থীরা আপত্তি তোলেন। এতে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বেলা পৌনে দুইটার দিকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নেন। অবরোধ তুলে নেওয়ার আগে তাঁরা জানান, কাল শুক্রবার বেলা তিনটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে সংহতি সমাবেশের আয়োজন করা হবে। সেখান থেকেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হবে।

বিকেল তিনটায় উপাচার্য মীজানুর রহমান তাঁর কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। তবে শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন হওয়ার আহ্বানও জানান তিনি। তবে ছাত্র ধর্মঘটে গতকালও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগে ক্লাস ও বিভাগীয় পরীক্ষা হয়নি। অধিকাংশ বিভাগে কোনো শিক্ষককে দেখা যায়নি।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল এ নিয়ে এক সভায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আবাসিক সমস্যার জন্য শিক্ষার্থীদের কষ্টের প্রতি সহানুভূতি জানান। একই সঙ্গে তিনি বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা বলা হয়নি বিজ্ঞপ্তিতে।

পুলিশের মতিঝিল বিভাগের উপকমিশনার আনোয়ার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষার্থীরা পল্টন মোড় অবরোধ করায় আশপাশের সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে সবাইকে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে।